জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্র ত বার ।০ আনা, ১ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরাবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 3rd Mar. 1954 | ৪০শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৩৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬০ সাল

লঙ্কার আগুন নিবলো কিন্তু ল্যাজের আগুন নিবলো না

—•—

লঙ্কা দাহনের পর মারুতির লেজের আগুন লঙ্কার আগুন নিবিয়ে যাওয়ার পর পর্য্যন্ত জ্বলিয়াছিল। শিক্ষকগণের রাজপথে অবস্থান ধর্ম্মঘট দেশ শুদ্ধ লোকের সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীতে এক শ্রেণীর পেশাদার গুণ্ডা আছে যাহারা কোন একটা আন্দোলনের সুবিধা পাইলেই তার সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং নিজেদের পেশা চালাইবার উদ্দেশ্যে লুটতরাজ ও গুণ্ডামি আরম্ভ করিয়া দেয়। সরকারের বহু টাকা ব্যয় করা পুলিশদল ইহাদের এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই সব শ্রেণীর গুণ্ডারাই বাস ট্রামে আগুন ধরায়, ইটপাটকেল চালায়, কর্ম্মরত পুলিশদের জখম করিয়া অহিংস ব্যাপারকে খণ্ডযুদ্ধে পরিণত করে। বামপন্থী নেতারা শিক্ষকদের সহানুভূতি করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেও তাঁহারা লুটতরাজ করেন নাই, ট্রামে বাসে আগুন দেন নাই একথা জানিয়াও সরকার বামপন্থী নেতাদের এ ব্যাপারে দায়ী করিয়া মূল আন্দোলনকারী শিক্ষকগণকে মুক্তি দিয়া বামপন্থী বন্দীদের এখনও ছাড়েন নাই।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বহু পুরাতন ঝানু কংগ্রেসী, ১৯৪২-এর আন্দোলনে সমস্ত সহিংস প্রক্রিয়া কংগ্রেসীদের ঘাড়ে দিয়া ইংরাজ সরকার এ সব কংগ্রেসী গুণ্ডাদের কাজ বলিয়া প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খুব জানেন যে বামপন্থী নেতারা এই সব কুকার্য্য নিশ্চয় করেন নাই। তবে তাঁরা বিধান পরিষদে বা বিধান সভায় ভোটে হারিলেও বিরুদ্ধ সমালোচনার আগুন জ্বালাইতে ছাড়েন না। এই না করা অপরাধ তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া জেলে বন্দী রাখা যেন লোকে আক্রোশমূলক বলিয়া মনে না করে, এই জন্য তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যখন লঙ্কার আগুন নিবিয়াছে, তখন ল্যাজের আগুন জ্বালাইয়া রাখা লাভ কি?

রণের শেষ ও ঋণের শেষ

বিজ্ঞজনেরা বলেন—রণের শেষ আর ঋণের শেষ রাখিতে নাই। ঋণ শেষ করিতে করিতে অল্প মাত্র বাকি থাকিলেই তাহা সুদে আসলে আবার বৃহৎ আকার ধারণ করে। রণে সমস্ত বিপক্ষকে নিধন বা বন্দী করিয়া যদি অল্প সংখ্যক শত্রুকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সেই মুষ্টিমেয় বিরুদ্ধ দলই আবার প্রবল আকার ধারণ করে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হানাদারেরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করিল, ভারতীয় সৈন্যদল তাহাদের তাড়াইয়া প্রায় সীমান্তে লইয়া আসে। আর দিন দুই যুদ্ধ করিলেই তাহাদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। এমন সময়ে এই রণের শেষ রাখিয়াই নেহেরু সরকার যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। কাশ্মীরের দাবিদার পাকিস্থানীরাই পরে হানাদারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উঠিল। রণের শেষ না রাখে, না ভারতকে আজ কাশ্মীরের জন্য আক্রমণকারীদের সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আদালতে বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিনের প্রভুত্বই ষোল আনা, আজ পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য করিবার ঘোষণা করিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়া, মনরক্ষা করিয়াছেন। ব্যাধ পক্ষী শিকার করার সময় নিজেকে পক্ষীর দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সুতীক্ষ্ণ সাতনলা দ্বারা বিদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একবার "হুস্" শব্দ করে। ব্যাধ পাপ ক্ষালনের জন্য বলে—"আমি "হুস্" বলে পাখীকে উড়ে যাবার সঙ্কেত করলাম, সে উড়লো না, তো কি করবো, বিঁধে গেল।" সামরিক সাহায্য ঘোষণার পর এই বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি স্তোক বলিয়াই মনে হয়। রণের শেষ রাখিয়াই ভারতকে আজ এই অসোয়াস্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষ বিভাগের পর ভারতের নিকট পাকিস্থানের দেনা কয়েক শত কোটি টাকা আর পাওনা ৫৫ কোটি টাকা। জাতির জনক বলিয়া অভিহিত মহাত্মা গান্ধীর জীবিতকালেই এই দেনা পাওনায় "ওজেবাদ" অর্থাৎ কাটাকাটি না করিয়া, ভারতের টাকা পাওনা রাখিয়াই, পাকিস্থানকে তাহার পাওনা ৫৫ কোটি টাকাই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল। পাকিস্থান ভারতের পাওনা বৎসরে ১৪ কোটি বা ঐরূপ ক্ষুদ্র কিস্তিতে পরিশোধ করিবে এই চুক্তি হইল।

একলব্য তাঁহার কল্পিত গুরু দ্রোণাচার্য্যকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অঙ্গুষ্ঠ দান করিয়াছিলেন, পাকিস্থান কয়েক বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিই দেখাইয়া রাখিতেছে। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি, ডি, দেশমুখ বলিয়াছেন—একমাত্র পাকিস্থানের ঋণ বাবত কিস্তির টাকা না পাওয়ায় চলতি বৎসরে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রাপ্তি ঘোষিত হওয়ার পর দিল্লীর বিমান ঘাঁটিতে সহসা ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভারতের ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু—আলী সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। আলী বলিয়াছেন—"আমি যে ভারতের কত বড় দোস্ত তাহা জানাইতে আসিয়াছি।"

নিজের পাওনা কাটিয়া না লইয়া, দেনার টাকা যাঁহারা দেন তাঁহাদের রাজনীতি কোন্ শ্রেণীর এবার ভারত বুঝিবে।

দোল উৎসবে অনাচার দুরীকরণের জন্য ছাত্রদের আবেদন

—•—

মধুর দোল উৎসবের নামে যে সকল অনাচার পরিলক্ষিত হয় তাহা দূরীকরণের জন্য জঙ্গীপুর কলেজের ছাত্র-সংসদের পক্ষ হইতে সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার দাশ নিম্নোক্ত আবেদন জানাইতেছে,—

বসন্তকালের একটি বিশিষ্ট উৎসব দোল উৎসব। আবীর, কুমকুম ও পিচকারীতে লাল রঙ নিয়া মধুর হোলি খেলার মধ্যে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন যাবত এই উৎসবের মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা যে সব কদর্য্যতা দেখিতেছি

তাহা সত্যই বিশেষ দুঃখজনক। সুবাসযুক্ত দ্রব্য ও সুন্দর রঙ্ লইয়া খেলা করিবার পরিবর্ত্তে যে সব জঞ্জাল ও নোংরা জিনিষের ব্যবহার করিয়া এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় তাহার অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা জনসাধারণ প্রত্যেক বৎসরই লাভ করিতেছেন। ধর্ম্মের নামে এই অনাচার ও উৎসবের নামে এই কদর্য্যতা যে কতটা অপ্রীতিকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই উৎসবে বয়স নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করে। শিশু, যুবক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রদলই হোলি খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং এই মধুর উৎসবে যাহাতে কোন কদর্য্যতা পরিলক্ষিত না হয় তজ্জন্য ছাত্রদলকেই সতর্ক থাকিতে হইবে বেশী। ছাত্রগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলে উৎসবের মধ্যে শালীনতাবিরোধী ও কুরুচিপূর্ণ কার্য্যাদি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে বলিয়া আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি এই ব্যাপারে আমরা কামনা করি।

পিচকারীতে লাল রং, আবীর, কুমকুম এবং বাসযুক্ত দ্রব্যের বাহিরে নোংরা জিনিষের ব্যবহার রিয়া কেহ যাহাতে কুরুচির এবং উচ্ছৃঙ্খলতার রিচয় না দেয় তজ্জন্য আবেদন জানান হইতেছে। হরের বুকে যে সব কদর্য্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার ছোঁয়াচ পল্লী অঞ্চলেও লাগে; তাই সেখানকার জনসাধারণকে বিশেষভাবে ছাত্রদিগকে সতর্ক থাকিয়া সুরুচি ও নাগরিক জীবনের শালীনতা বোধের সুষ্ঠু পরিচয় দিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

জঙ্গীপুর কলেজে সেবাদল গঠন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপুর কলেজে ছাত্রদের এক সভায় সেবাদল গঠনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত সভাতেই ৩০ জন ছাত্র সেবাদলে কার্য্য করিবার জন্য তাহাদের নাম দিয়াছে। আর্ত্তের সেবা ও রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে এই সেবব্রতী ছাত্রগণ প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিবে। অশিক্ষা ও অনাচার দূরীকরণ, জনহিতকর এবং সংস্কৃতিমূলক কার্য্যেও ইহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।

জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত তিনজন ছাত্রপ্রতিনিধির উপর ভার অর্পণ করা হইয়াছে :—

(১) শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী (জঙ্গীপুর
(২) শ্রীঅরুণ রায় (রঘুনাথগঞ্জ)
(৩) শ্রীঅরুণ দাশ (জঙ্গীপুর কলেজ

রোগীর শুশ্রূষা ব্যাপারে এই তিন জনের যে কোন একজনের নিকট সংবাদ জানাইলে সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে কলেজের ছাত্রদের মধ্য হইতে ১০ জনকে সমাজসেবা কার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে এবং হাতেকলমে শিক্ষালাভের জন্য পাঁচথুপী (কান্দী) ইয়োথ (youth) ক্যাম্পে পাঠান হইয়াছে। তাহারা সেখানে দুই সপ্তাহের জন্য ট্রেনিং লইতে গিয়াছে।

ভুয়া নিয়োক্তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী

নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদের কয়েকটি দল প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও যৌথ কোম্পানি বলিয়া নিজেদের বিজ্ঞাপিত করিতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জামানত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শেয়ারের টাকা লইয়া ভাল ভাল চাকুরী দিবার নাম করিয়া বেকারদের দুর্দ্দশার সুযোগ লইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত ইহা প্রতারণার আর একটী উপায় বলিয়াই দেখা যাইতেছে। নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রার্থীদের ভাল বেতন ও ভাতার চাকুরীর জন্য ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। ইন্টারভিউর সময় তাহাদিগকে কয়েকটা ফরম পূরণ করিতে বলা হয়। সেইগুলি তথাকথিত যৌথ কোম্পানির শেয়ারের দরখাস্ত বা উহাতে টাকা খাটাইবার দরখাস্ত বলিয়া দেখা যায়। বহুদিন কোন নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয় না এবং তাহার পর এমন সব কঠোর সর্ত আরোপ করা হয় যাহা পালন করা একরূপ অসম্ভব। প্রার্থীকে তখন তাহার জামানতের টাকা সমর্পণ করিতে বাধ্য করা হয়। কলিকাতায় এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কিছুদিন যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিতেছে। তজ্জন্য পুলিশ কমিশনার সম্ভাব্য প্রার্থীদিগকে এইরূপ সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সম্পর্ক স্থাপন হইতে বিরত থাকার এবং ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া মোটা টাকা জামানত না রাখার বা শেয়ারে টাকা না খাটাইবার পরামর্শ দিতেছেন।

নূতন পোষ্ট অফিস

জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর ইউনিয়নের নূতনগঞ্জ গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে উক্ত ডাকঘরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বন্দী বন্দনা

জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়দ্বয়ের যে সকল শিক্ষক সংগ্রামে বন্দী হইয়াছিলেন গত শনিবার রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে উক্ত উভয় বিদ্যালয়ের, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সমবেত হইয়া সদ্যমুক্ত বন্দী শিক্ষকগণের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

জঙ্গীপুর কলেজ উন্নয়ন

লটারী

গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত

গভর্ণমেণ্ট আদেশ অনুসারে ২৩শে মে ড্রইং হইবে

টিকেটের মূল্য ১৲ মাত্র

মোট ২৩টী পুরস্কার—তন্মধ্যে

প্রথম পুরস্কার—৫০%

দ্বিতীয় পুরস্কার—২৫%

তৃতীয় পুরস্কার—৫%

বাকী ২০টী পুরস্কার

প্রত্যেকটী—১%

প্রতি টাকায় দুই আনা কমিশনে এজেণ্ট চাই।

সেক্রেটারী, জঙ্গীপুর কলেজ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩৭৩ খাং ডিঃ সরসীমোহন চৌধুরী দিং দেং আরতি মণ্ডলানী দাবি ১৬৷৶৩ থানা ফরাক্কা মৌজে শ্রীমন্তপুর ৭ শতকের কাত ১৷৷০ আঃ ১০৲ খং ১০৫৮

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।